কর্মসংস্থান ব্যাংক

(রাষ্ট্র মালিকানাধীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ

বেকার যুবদের বিশ্বস্ত বন্ধু

"শুদ্ধাচার আর শিষ্টাচার
কর্মসংস্থান ব্যাংকের অঙ্গীকার"

বিষয় : কর্মসংস্থান ব্যাংকের সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণে ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা-২০১৯ এর কার্যবিবরণী।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের সকল বিভাগীয় উপ-মহাব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণে ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা-২০১৯ গত ২৭.০৭.২০১৯ তারিখে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব কানিজ ফাতেমা এনডিসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালন মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান এবং প্রশাসন ও নিরীক্ষা মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব নির্মল নারায়ন সাহা। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন। কর্মসংস্থান ব্যাংকের বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপকগণ, বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণ ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ এবং প্রধান শাখা, ঢাকা এর ব্যবস্থাপক উক্ত ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভাটি উদ্বোধনী পর্ব এবং কর্ম অধিবেশন পর্ব এ দু'পর্বে বিভক্ত ছিল। পর্যালোচনা সভার সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মাহমুদা ইয়াসমীন ও সহকারী সঞ্চালক ছিলেন আইটি বিভাগের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব মোঃ শফিউল আলম খান।

উদ্বোধনী পর্ব:

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। অত:পর সভায় অংশগ্রহণকারী বিভাগীয় উপ-মহাব্যবস্থাপকগণ, বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণ, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ এবং ব্যবস্থাপক, প্রধান শাখা, ঢাকা তাদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।

স্বাগত বক্তব্য:

সভার শুরুতে ব্যাংকের পরিচালন মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি হিসাব মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মাহতাব উদ্দীন এর ভাইয়ের মৃত্যুতে শোক সন্তোপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে তার রূহের মাগফিরাত কামনা করে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অর্জন এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে, ৩০.০৬.১৮ তারিখে ঋণ স্থিতি ছিল ১২০০ কোটি টাকা; ৩০.০৬.১৯ তারিখে ঋণ স্থিতি ১৫৮০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ঋণ স্থিতি বৃদ্ধির পাশাপাশি CL বৃদ্ধির কারণে Provision বৃদ্ধি পেয়েছে। Write Off করা হয়েছে ০৮ কোটি ০৩ লক্ষ টাকা। Write Off এর কারণে CL কমেছে; অন্যথায় প্রায় ০৮ কোটি টাকা CL বৃদ্ধি পেত। তন্মধ্যে CL বৃদ্ধি পেয়েছে ঢাকা বিভাগে ৭৪.৯৮ লক্ষ টাকা; রাজশাহী বিভাগে ৮.৮৫ লক্ষ টাকা; চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪৮.১৬ লক্ষ টাকা এবং খুলনা বিভাগে ১৪.৫২ লক্ষ টাকা। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ০৮ কোটির মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগেই বৃদ্ধি পেয়েছে ০৫ কোটি টাকা। সিলেট ও মৌলভীবাজার অঞ্চলে CL ও Provision বৃদ্ধি পেয়েছে সবচেয়ে বেশী। মূলত: আমানত সংগ্রহের কারণেই মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। লোকসানী শাখা কমেছে ০২টি, CBS এর আওতায় Live এ এসেছে ৭০টি শাখা। তিনি বগুড়া ও যশোর অঞ্চলের প্রত্যেকটি শাখা CBS এর আওতায় Live এ আসার জন্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপককে ধন্যবাদ জানান। বৈদেশিক প্রশিক্ষণের উপর গুরূত্বারোপ করে তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রতি বৈদেশিক প্রশিক্ষণের অনুরোধ জানান। তিনি বলেন যে, ব্যাংকের Blood হচ্ছে আমানত; মুনাফা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হলে ছোট-বড় সব ধরনের আমানত সংগ্রহ করতে হবে। তিনি APA চুক্তি বাস্তবায়ন, শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ও Write Off এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নির্দেশনা দেন। পরিশেষে, মাননীয় চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে প্রশাসন ও নিরীক্ষা মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব নির্মল নারায়ন সাহা এর বক্তব্য:

উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বক্তব্য শুরু করেন। অর্থ বছরের শুরুতে ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভার আয়োজন করার জন্য তিনি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিভিন্ন সূচকে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের বিশ্লেষণ করেন এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে কিভাবে বিভিন্ন সূচকে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০০% অর্জন করা যায় তা বছরের শুরু হতে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং বিভাগীয় প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বছরের ১ম ০৬ মাসে লক্ষ্যমাত্রার ৭০ ভাগ ঋণ বিতরণ করা হলে ব্যাংকের মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঋণ আদায় ও বিতরণে চট্টগ্রাম ও মৌলভীবাজার অঞ্চল পিছিয়ে থাকায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া সামগ্রিকভাবে খেলাপী, CL এবং অবলোপন ঋণ আদায় সন্তোষজনক নয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ৩১/০৭/১৯ তারিখে WCL এর পরিমান হচেছ ২১৬ কোটি ৯৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। যা খুবই উদ্বেগজনক; এ বিপুল অংকের WCL কে রোধ করতে না পারলে CL এর পরিমান আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাবে। তিনি অডিট আপত্তিসমূহের বাস্তবভিত্তিক জবাব প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পরিশেষে তিনি দ্বন্দ্ব পরিহার করে আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে সকলকে কাজ করার আহবান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি জনাব কানিজ ফাতেমা এনডিসি এর বক্তব্য:

ব্যাংকের সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা- ২০১৯ এ উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে চেয়ারম্যান মহোদয় তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। Vision ও Mision অর্জন করার ক্ষেত্রে অন্যান্য অঞ্চলের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা পূর্বক আঞ্চলিক কার্যালয় চট্টগ্রাম ও মৌলভীবাজারকে পরামর্শ প্রদান করেন। Best Analysis এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও মৌলভীবাজারের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য একজন কর্মকর্তাকে উক্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে ঋণগুলো সম্পর্কে জরিপ চালানোর নির্দেশনা প্রদান করেন। আমানত সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে জানান। তিনি সময় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে পরামর্শ প্রদান করেন। অত্র ব্যাংকে কোন বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই বিষয়টি অবগত হয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন ওয়েবসাইট সার্চ করে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের তথ্য বের করে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের নিমিত্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ প্রদান করেন। ব্যাংকের উন্নয়নে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবনীর ক্ষেত্রে Brain Storming এর মাধ্যমে চিন্তাশীল নতুন উদ্ভাবনী ও ন্যায়সংগত দাবীর ক্ষেত্রে সৎ সাহস নিয়ে এগিয়ে আসলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অবশ্যই সহায়তা করবে বলে জানান। ব্যাংকিং সূচক ছাড়াও সামাজিক চিন্তাভাবনা করার নির্দেশনা দেন। পরিশেষে তিনি ব্যাংকের সমৃদ্ধি কামনা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করে তার বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

সভার সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন:

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নাম স্মরণ পূর্বক মঞ্চে উপবিষ্ট সকলকে সালাম জানিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছেন আমাদের ব্যাংকও সেই উদ্দেশ্যেই কাজ করছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় উপস্থিত আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণকে তাদের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অংগীকার রক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি পরিচালনা বোর্ডকে অত্যন্ত কর্মী বান্ধব উল্লেখ করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন । তিনি বলেন চেয়ারম্যান মহোদয় যোগদান করেই প্রশিক্ষণের ব্যাপারে খোজ নেন। যেহেতু পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের নম্বর যুক্ত হয় তাই তিনি প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের সাথে সাথে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকেও যেন প্রধান্য দেয়া হয় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপককে নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া Inovation, integrity এর জন্য পুরস্কার, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের বৃত্তি প্রদান এগুলো পরিচালনা বোর্ডের বিরাট অবদান। পরিশেষে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুসরণীয় সময়ানুবর্তিতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তা যেন সবার জন্য অনুসরণীয় হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার আহবান এবং সভার সাফল্য কামনা করে ১ম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কর্ম অধিবেশন:

এ অধিবেশনের শুরূতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক খুব সংক্ষেপে বিভাগীয় উপ-মহাব্যবস্থাপকদেরকে তার বিভাগের বিভিন্ন সূচকের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করার নির্দেশ দেন ।

উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা:

তিনি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি জানান ঢাকা বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের হার যথাক্রমে ৮১% ও ৯৮%। এক্ষেত্রে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ঋণের স্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫১ কোটি টাকা। CL ঋণ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৬% এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৪%। তিনি উল্লেখ করেন যে, তার বিভাগে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে জনবল সমস্যা। বিভাগের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার জন্য তিনি অন্তত ১০-১৫ জন জনবল পদায়ন করার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া তার বিভাগে ৭৮টি শাখার মধ্যে ১৯টি শাখা CBS Live এ এসেছে বলেও জানান।

উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম:

চট্টগ্রাম বিভাগীয় উপ-মহাব্যবস্থাপক তার বিভাগের মধ্যে সিলেট ও মৌলভীবাজার অঞ্চল সকল সূচকে সবচেয়ে বেশী পিছিয়ে রয়েছে বলে জানান। পিছিয়ে থাকার কারণ হিসেবে মৌলভীবাজার অঞ্চলের ০৬টি শাখার মধ্যে ০৫টি শাখায় ব্যবস্থাপক বদলী এবং হাওড় এলাকা বিধায় প্রাকৃতিক দূর্যোগের কথা উল্লেখ করেন। পুরো বিভাগে জনবল সংকট উল্লেখ করে তা কর্তৃপক্ষের বিশেষ নজরে আনার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আগামী সেপ্টেম্বর' ২০১৯ এর মধ্যে সবগুলো শাখা CBS Live এ আসবে বলে জানান। তিনি তার অঞ্চলে আমানত সংগ্রহে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে জানান যে, তাদের চেষ্টা সত্বেও কর্মসংস্থান ব্যাংক একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সিডিউল ব্যাংক নয় বিধায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমানত প্রদানে অনিহা প্রকাশ করেন।

উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী:

রাজশাহী বিভাগীয় উপ-মহাব্যবস্থাপক জানান যে, রাজশাহী বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ ৯১% ও আদায় ১১০%। CL ঋণ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ছিল ১৮.৯৮ কোটি টাকা এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে তা ১৭.৫৩ কোটি টাকায় নেমে আসে অর্থাৎ CL হ্রাস পেয়েছে ১৪৫.১৭ লক্ষ টাকা এবং Provision কমেছে ৪৫.২৭ লক্ষ টাকা। তিনি জানান যে, মামলাধীন ঋণ থেকে আরও কিছু টাকা আদায় হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, জনবল সংকট এবং রংপুর অঞ্চলে বন্যার কারণে আদায় ১০০% সম্ভব হয়নি। তার বিভাগে ৪৬টি শাখার মধ্যে ১৭টি শাখা CBS Live এ এসেছে এবং বিদ্যুৎ সংকটের কারণে সব শাখাকে CBS এর আওতায় আনতে পারেননি বলে তিনি অবহিত করেন।

উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা:

বিভাগীয় উপ-মহাব্যবস্থাপক খুলনা বলেন ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে তার বিভাগে খেলাপী ও CL ঋণ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বরিশাল অঞ্চলকে দায়ী করেন। তিনি তার অঞ্চলে জনবল সমস্যা উল্লেখ করে বলেন যে, পটুয়াখালী এবং পিরোজপুর অঞ্চল দূর্গম এবং প্রতিটি শাখায় গড়ে ০২ জন করে লোক রয়েছে এবং ০৩টি শাখায় মাত্র ০১ জন করে লোক রয়েছে। শাখাগুলোতে জনবল পেলে খেলাপী ঋণ আদায় ও মুনাফা অর্জন সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হবে বলে তিনি মনে করেন।

বিভাগীয় প্রধানদের বক্তব্যের পর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বলেন আগামী ০২ বছরের মধ্যে সব শাখা CBS এর আওতায় আসবে এবং ঈদের পর কিছু নতুন অফিসার নিয়োগ হবে বলে জানান। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর যে সকল শাখায় জনবল ঘাটতি রয়েছে সে সকল শাখাগুলোতে প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল পদায়ন করা হবে। CBS এর গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে পরিচালন মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক জানান যে, ডিজিএম থেকে জিএম পদোন্নতির ক্ষেত্রে Power Point Presentation জানতে হবে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে তিনি ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পাশের গুরুত্ব উল্লেখ করেন।

প্রধান শাখা, ঢাকা:

প্রধান শাখার ঋণ বিতরণ কম হওয়ায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিতরণের ক্ষেত্রে সব ধরণের জটিলতা পরিহার করে কম সময়ের মধ্যে ঋণ বিতরণের তাগিদ দেন।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ঢাকা:

- আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ঢাকাকে তার অঞ্চলের ঋণ বিতরণ কম হওয়ায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন) এর বরাবর একটি Action Plan জমা দিতে বলেন এবং পোষ্য ঋণের ক্ষেত্রে চাকুরীজীবিদের গ্যারান্টার করার নির্দেশ দেন।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ঢাকা উত্তর:

ঢাকা উত্তরের অনাদায়ী ঋণ বেড়েছে বিধায় আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ঢাকা উত্তরের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। খেলাপী ঋণ জুন' ১৯ এর তুলনায় ডিসেম্বর'১৯ এ কমিয়ে আনার নির্দেশ প্রদান করেন। CBS এর ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জানান যে, মার্চ' ২০২০ এর মধ্যে অত্র অঞ্চলের সকল শাখা CBS এর আওতায় আসবে। উত্তরা শাখা, ঢাকা এর ব্যবস্থাপক অফিসে সময়মত উপস্থিত না থাকায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, নেত্রকোনা:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে নেত্রকোনা অঞ্চলে ঋণ বিতরণ কম হওয়ায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ প্রেক্ষিতে নেত্রকোনার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জানান যে, ঋণ আদায় অর্থাৎ CL এবং WCL আদায়ে মনোযোগ দিতে গিয়ে ঋণ বিতরণ কম হয়েছে। এ প্রসংগে মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন) নতুন ঋণ গ্রহীতা সৃষ্টিসহ পোষ্য ঋণ প্রদানের ব্যাপারে তাগিদ প্রদান করেন। নেত্রকোনার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপককে মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন) নেত্রকোনা শাখা ব্যবস্থাপক পরিবর্তন এবং প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঠিক পারফরমেন্সের ভিত্তিতে তার APER মূল্যায়নের নির্দেশ দেন।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সিলেট (প্রাক্তন):

সিলেট অঞ্চল অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সর্বদিক থেকে পিছিয়ে থাকায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সিলেট অঞ্চলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। সিলেট অঞ্চলের CL এর অবস্থা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান ও প্রাক্তন -দুই আঞ্চলিক ব্যবস্থাপককেই তাদের নিজ নিজ বক্তব্য প্রদানের জন্য আহবান জানান। এ ব্যাপারে প্রাক্তন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জনাব মনোজ রায়, সহকারী মহাব্যবস্থাপক বলেন যে, ৮/১০ বছরের পুরনো ঋণ সমূহ আদায় না হওয়ায় ঋণ পুন:তফশীল করা হয়েছে। পরবর্তীতে পুন:তফশীলকৃত ঋণসমূহ যথাসময়ে আদায় না হওয়ায় ঋণসমূহ পুনরায় CL এ পরিণত হয়েছে। এছাড়াও উক্ত অঞ্চলে জনবলের ঘাটতি রয়েছে বিধায় এ সমস্যা সমাধানে মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন) মহোদয় মোটর সাইকেলের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সিলেট অঞ্চলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোটর সাইকেল ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে লিখিত আদেশ দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সিলেট (বর্তমান):

সদ্য পদায়নকৃত আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জনাব গোলাম মোস্তফা, সহকারী মহাব্যবস্থাপক সিলেট অঞ্চলের বর্তমান অবস্থার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানসিক অবস্থাকে দায়ী করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন) মহোদয় জানান যে, ০৬ মাসের মধ্যে অবস্থার উন্নতি না হলে লোক পুন:বিন্যাস করা হবে। তিনি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপককে Action Plan জমা দেয়ার নির্দেশ দেন ও মামলা দায়ের করার তাগিদ প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্দেশ প্রদান করেন যে, মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক/এনজিও এর মতো না করে উদ্যোক্তার সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করে মামলা দায়ের করতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় জানান যে, ৩৩টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মধ্যে ২২টি অঞ্চলে CL বেড়েছে; তন্মধ্যে সিলেট অঞ্চলে CL বেড়েছে সবচেয়ে বেশী। পক্ষান্তরে গোপালগঞ্জ অঞ্চলে CL কমেছে ৫১ লক্ষ টাকা। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় গোপালগঞ্জ অঞ্চলে CL হ্রাসের কারণ জানতে চাইলে গোপালগঞ্জের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জানান যে, প্রত্যেক কর্মীর মটর সাইকেল থাকায় ঋণ গ্রহীতাদের সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ রক্ষা করার ফলে বেশী পরিমান CL আদায় সম্ভব হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক কর্মীর মটর সাইকেল অগ্রিমের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সিলেটের পাশাপাশি মৌলভীবাজার, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও নেত্রকোণা অঞ্চলে গত বছরের তুলনায় লাভ কমেছে জানিয়ে উদ্বেগের সাথে ব্যবস্থাপনা পরিচালক Write Off বাদ দিয়ে অত্র অঞ্চলে লাভ করার জন্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণকে কী কী পরিকল্পনা নিয়েছেন তা লিখিতভাবে জানানোর নির্দেশ দেন।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বরিশাল:

বরিশাল অঞ্চলের অনাদায়ী ঋণ বৃদ্ধির কারণে খুলনা বিভাগের অনাদায়ী ঋণ বেড়েছে বলে বরিশাল অঞ্চলকে Alarming উল্লেখ করে মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন) মহোদয় ভবিষ্যতে আর অনাদায়ী বাড়বে না মর্মে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক বরিশাল -কে মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন) মহোদয় বরাবর প্রত্যয়ন পত্র দাখিলের পরামর্শ দেন।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, নোয়াখালী:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বলেন যে, কেবল ফুলগাজী শাখায় CL বেড়েছে ৫.৯৩ লক্ষ টাকা, যার কারণে নোয়াখালী অঞ্চলে নতুন CL বেড়েছে । ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় আগামীতে যাতে আর CL না বাড়ে সে জন্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক নোয়াখালী -কে CL কমানোর নির্দেশ দেন।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, রংপুর:

রংপুরের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জানান রংপুর অঞ্চলে পুরানো মেয়াদবৃদ্ধি ঋণ থেকে CL বেড়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় আগামীতে যাতে আর CL না বাড়ে সে জন্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, রংপুর-কে CL কমানোর নির্দেশ দেন।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কুড়িগ্রাম:

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কুড়িগ্রাম জানান যে, কুড়িগ্রাম অঞ্চলের কুড়িগ্রাম শাখাতেই CL বেড়েছে ০১ কোটি টাকা। এর জন্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কুড়িগ্রামের বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি এবং বৈরী আবহাওয়াকে দায়ী করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বর্তমান অবস্থা উত্তরণের জন্য আরও এক বছর সময় বেঁধে দেন। সঠিক Planning এবং নেতৃত্বসুলভ গুনাবলীর মাধ্যেমে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন) তাকে ৩০ আগষ্ট এর মধ্যে Action Plan শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগে জমা দেয়ার নির্দেশ দেন।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, জামালপুর:

শেরপুর ও নকলা শাখার CL উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ায় সামগ্রিকভাবে জামালপুর অঞ্চলের ৫৫ লক্ষ টাকা CL কমেছে। খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের নির্ভূল তালিকা প্রস্তুত করে বারবার তাগাদা প্রদান করায় খেলাপী ও CL ঋণ হ্রাস পাওয়ার কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, নারায়ণগঞ্জ:

নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী শাখায় ঋণের স্থিতি বেশী হওয়ায় তদারকীর সুবিধার্থে নরসিংদী জেলার রায়পুরা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর এ শাখা খোলার প্রস্তাব করেন। জনবল স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে পরিমাণের দিকে বেশী গুরুত্ব দেয়ার নির্দেশ দেন।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া:

ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জানান যে, গত অর্থ বছরের তুলনায় তার অঞ্চলে ৩০ লক্ষ টাকা CL বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিক CL বৃদ্ধির কারণে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় অসন্তোষ প্রকাশপূর্বক আগামী ০৬ মাসের মধ্যে অবস্থার উন্নতির নির্দেশনা দেন।

পরিশেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বলেন যে, কর্মসংস্থান ব্যাংকের ২১০টি শাখার Provision বেড়েছে; বাকীগুলো কমেছে। তিনি Write Off ব্যতীত যেসব শাখাগুলোর CL ও Provision কমেছে সেসব শাখাকে Thanks Letter দেয়ার নির্দেশনা দেন। তিনি নতুন শাখা ছাড়া যে সমস্ত শাখা লোকসান করেছে (যেমন: দক্ষিন সুরমা, দাউদকান্দি, গোলাপগঞ্জ, মির্জাপুর, জৈন্তাপুর, হবিগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, মৌলভীবাজার, কুলাউড়া) সে সকল শাখার ব্যবস্থাপককে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের নির্দেশনা দেন।

অঞ্চলভিত্তিক প্রতিশ্রুতি:

এই সেশনে মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন) মহোদয় প্রত্যেক আঞ্চলিক প্রধানকে আগামী ৩১.১২.২০১৯ এর মধ্যে খেলাপী ঋণ আদায়, CL ঋণ হ্রাস এবং WCL রোধ করার অংগীকার প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ নিম্নরূপ অংগীকার প্রদান করেন:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঞ্চলের নাম	ডিসেম্বর, ১৯ পর্যন্ত CL হ্রাসের অঙ্গীকার	ডিসেম্বর, ১৯ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ হ্রাসের অঙ্গীকার	ডিসেম্বর'১৯ এ WCL রোধ এর অংগীকার
১	২	৩	৪	৫
১	ঢাকা	৪৯.০০	জুন' ১৯ এর তুলনায় কমবে	এ প্রসংগে সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আগামী ডিসেম্বর'১৯ এ WCL এর ১০০% রোধ করবেন বলে অংগীকার প্রধান করেন।
২	ঢাকা উত্তর	২৮.০০	জুন' ১৯ এর তুলনায় কমবে	
৩	নারায়ণগঞ্জ	৪৬.০০	৩১.০০	
৪	গাজীপুর	৬৭.০০	৯৬.০০	
৫	ময়মনসিংহ	২৯.০০	২০.০০	
৬	নেত্রকোনা	২১.০০	২৬.০০	
৭	কিশোরগঞ্জ	১৮.০০	৪০.০০	
৮	জামালপুর	২৭.০০	৩০.০০	
৯	টাঙ্গাইল	৫.০০	৩০.০০	
১০	ফরিদপুর	৩৮.০০	জুন' ১৯ এর তুলনায় কমবে	
১১	গোপালগঞ্জ	২০.০০	৫০.০০	
১২	চট্টগ্রাম	৪৫.০০	জুন' ১৯ এর তুলনায় কমবে	
১৩	কক্সবাজার	৪৫.০০	জুন' ১৯ এর তুলনায় কমবে	
১৪	কুমিল্লা	২৯.০০	৪৮.০০	
১৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২১.০০	৭৫.০০	
১৬	চাঁদপুর	৩১.০০	৬০.০০	
১৭	নোয়াখালী	২০.০০	৪০.০০	
১৮	লক্ষীপুর	৩৭.০০	জুন' ১৯ এর তুলনায় কমবে	
১৯	সিলেট	০.০০	২০.০০	
২০	মৌলভীবাজার	১০.০০	৩০.০০	
২১	রাজশাহী	৪.০০	৪.৮৪	
২২	পাবনা	১৪.০০	৩০.০০	
২৩	নওগাঁ	১৮.০০	৫০.০০	
২৪	রংপুর	০.০০	৪০.০০	
২৫	দিনাজপুর	১৫.০০	৬৪.০০	
২৬	কুড়িগ্রাম	২৫.০০	৪২.০০	
২৭	বগুড়া	১০.৭০	৪০.০০	
২৮	খুলনা	১৫.০০	২৪.০০	
২৯	যশোর	১৫.০০	৩০.০০	
৩০	কুষ্টিয়া	০.০০	৩০.০০	
৩১	বরিশাল	৪৪.০০	৫০.০০	
৩২	পটুয়াখালী	২১.৩২	জুন' ১৯ এর তুলনায় কমবে	
৩৩	পিরোজপুর	১৪.৫৫	৪.৫০	
৩৪	প্রধান শাখা	জুন' ১৯ এর তুলনায় কমবে	জুন' ১৯ এর তুলনায় কমবে	

মুক্ত আলোচনাঃ

এই পর্বের আলোচনায় বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের বরাবর বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। যেমন- (১) উৎসাহ বোনাস (২) আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে বিভাগীয় উপ-মহাব্যবস্থাপকদের প্রতি মাসে একটি মনিটরিং মিটিং এর আয়োজন (৩) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত কৃষিঋণের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত নয় বলে শাখা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমস্যা সৃষ্টির প্রেক্ষিতে কৃষিঋণের লক্ষ্যমাত্রা প্রধান কার্যালয় থেকে নির্ধারণের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন (৪) বেসরকারী পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মজুরীর ব্যাপারে কর্মী ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ বিভাগের জারীকৃত পত্র অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২২দিনের মজুরী প্রদানের কথা উল্লেখ আছে বিধায় কোন কোন মাসে যদি এর অধিক মজুরী প্রাপ্য হয় তাহলে কিভাবে মজুরী প্রদান করা হবে সে ব্যাপারে একটি স্পষ্টীকরণ এবং (৫) পোষ্য ঋণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কে- এ বিষয়ে প্রধান কার্যালয় হতে একটি পত্র জারী।

উৎসাহ বোনাসের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় উল্লেখ করেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১.৫টি বোনাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পোষ্য ঋণের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় থেকে একটি অভিন্ন পরিপত্র জারী করার নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় তাদের প্রতিটি দাবী বিবেচনার আশ্বাস প্রদান করেন। শুদ্ধাচার পুরস্কারের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায় থেকে যে সব প্রস্তাব আসে তা যাতে সঠিক ও নির্ভুল হয় সে লক্ষ্যে প্রস্তাব পাঠানোর প্রাক্কালে প্রস্তাব প্রেরণকারীদের ন্যায় বিচারক হবার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজন অনুযায়ী শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের সাথে বিভাগীয় উপ-মহাব্যবস্থাপকদের সভার আয়োজন করা যেতে পারে।

সমাপনী বক্তব্যঃ

ব্যবসায়িক পর্যালোচনা শেষে সমাপনী বক্তব্যে পর্যালোচনা সভার সভাপতি সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় গত অর্থবছরে যারা সকল সূচকে ভাল করেছেন এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন তাদের সাধুবাদ জানান আর যারা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেননি তাদেরকে আগামী অর্থবছরে প্রতিটি সূচকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আরো আন্তরিক ও কঠোর পরিশ্রম করার পরামর্শ প্রদান করেন। সমাপনী বক্তব্যে তিনি ইতিপূর্বে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক উত্থাপিত উৎসাহ বোনাস প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি জানান যে, ২.৫ টি উৎসাহ বোনাস দেয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পর্যালোচনা সভার প্রধান অতিথি চেয়ারম্যান মহোদয়ের বৈদেশিক ট্রেইনিং এর গুরত্ব আলোচনার প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, এই প্রথম বারের মত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের ষ্টাফ অফিসার জনাব খালেদ মোঃ জাহাঙ্গীর কে চীনে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এছাড়া তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, অত্র ব্যাংকের শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মাহমুদা ইয়াসমীন ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন SEIP প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট (BIGM) কর্তৃক ১০ সপ্তাহ ব্যাপী 'পলিসি এনালাইসিস' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহন করে ৬ষ্ঠ ব্যাচে সমগ্র বাংলাদেশে যে ০৬ জন Best Six নির্বাচিত হয় তার মধ্যে ০১ জন নির্বাচিত হন। যাদেরকে পরবর্তীতে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য সরকারী খরচে সিংগাপুর পাঠানো হবে। ইতোপূর্বে অত্র ব্যাংকের আরো ০৬ জন এ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণ করে। এই প্রথমবারের মত কর্মসংস্থান ব্যাংকের ০১ জন মেধা তালিকায় স্থান পায়। যা শুধু ব্যক্তিগত অর্জনকেই সমৃদ্ধ করেনি প্রতিষ্ঠানের সুনামও বয়ে এনেছে। পদোন্নতির ক্ষেত্রেও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও দেশীয় প্রশিক্ষণের গুরুত্ব রয়েছে বিধায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ইন্টারনেট সার্চ করে প্রশিক্ষণের সুযোগ বের করে আবেদন করার আহবান জানান এবং সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে বলে জানান। পুরাতন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী লোক পদায়ন করা সম্ভব হয়নি বিধায় আপাতত নতুন অর্গানোগ্রাম হবার সম্ভাবনা নেই। তাই সবাইকে Computer ও E-filing শেখার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহবান জানান। তিনি সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক প্রধানদের Revised Statement না পাঠানোর জন্য এবং মাঠ পর্যায়ে সকল শাখাকে হালনাগাদ সিটিজেন চার্টার পাঠানোর নির্দেশ দেন। তিনি বলেন কর্মীদের সুবিধার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ও বোর্ড খুবই সদয় কিন্তু কোন অবস্থাতেই আগামীতে CL বাড়ানো যাবে না এবং Profit এর Target Fulfil করতে হবে। অডিট আপত্তিগুলো সরেজমিনে নিস্পত্তির নির্দেশ দেন। এছাড়া অডিট আপত্তি দ্রুত নিস্পত্তি করার নির্দেশ দেন। গত বছর যে ১৮টি শাখা একটিও রেমিটেন্স প্রদান করেনি, এ বছর ঐ সব শাখাসহ সব শাখাই যেন রেমিটেন্স প্রদান করে সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেন। তিনি পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ডিপ্লোমাতে ০৬ নম্বর থাকায় সবাইকে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সকল শাখাকে যত দ্রুত সম্ভব CBS এর আওতায় আনয়নের জন্য বিদ্যুৎ সমস্যার জন্য জেনারেটর ব্যবহারের নির্দেশ দেন।

পরিশেষে সকলের সুস্বাস্থ্য এবং গন্তব্য যাত্রা নিরাপদ কামনা করে ও পুনরায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অনুমোদনক্রমে-

(মাহমুদা ইয়াসমীন)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ

সূত্র নং-কেবি/প্রকা/শানিবি-২১(অংশ-০৩)/২০১৯-২০/৭৯ (৩০৪) তারিখঃ ০৪.০৯.২০১৯

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি (সংশ্লিষ্ট সকলকে ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে কপি সংগ্রহ করার অনুরোধসহ):

০১. স্টাফ অফিসার, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর , কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
০২. স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
০৩. স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও নিরীক্ষা, পরিচালন, হিসাব) মহোদয়গণের দপ্তর, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
০৪. সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপ-মহাব্যবস্থাপক আইটি বিভাগকে উক্ত কার্যবিবরণীটি ব্যাংকের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো;
০৫. উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা;
০৬. বোর্ড সচিব, পর্ষদ সচিবালয়, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
০৭ বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, কর্মসংস্থান ব্যাংক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা;
০৮. সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক;
০৯. সকল শাখা ব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক;
১০. অফিস নথি।

০৪/০৯/১৯
(মোঃ জাহিদুল হক খান)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ